আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

১৫ মে ২০০৬

এ বছর আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসের প্রতিপাদ্য হল "পরিবর্তনশীল পরিবার: চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ"। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমাজের মৌলিক একক পরিবারে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবারের প্রতিপাদ্য তার ওপরই আলোকপাত করছে। সারাবিশ্বেই পরিবারের গড় আয়তন ছোট হয়ে এসেছে; যুবক-যুবতীরা দেরিতে বিয়ে করছে; মায়েদের প্রথম সন্তান গ্রহণের বয়সও বৃদ্ধি পেয়েছে; সদ্যজাত শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে; এবং দম্পতিরা কম সন্তান নিচ্ছে। সনাতন যৌথ পরিবারগুলোর স্থানে জায়গা করে নিচ্ছে ক্ষুদ্র পরিবার অথচ দাদা-দাদিরা আগের চেয়ে বেশি বয়স পাচ্ছে এবং কয়েক প্রজন্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করছে। বিবাহবহির্ভূত একত্র বসবাস বা অভিবাসী শ্রমিক স্বামী-স্ত্রীর দুই দেশ বা শহরে বসবাসের মত বিকল্পধর্মী মিলন আগের চেয়ে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে পুনর্বিবাহ। অনেক শিশুই এখন সৎ বাবা-মার সাথে এক পরিবারে বাস করছে। একক-মা/বাবার পরিবার এবং একক-ব্যক্তির সংসার অনেক বেড়ে গেছে, সেই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে একাকী বসবাস করা বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। অন্যদিকে এইচআইভি/এইডস মরণব্যধির কারণে পরিবারগুলোর ওপর ধ্বংস নেমে এসেছে; এর ফলে অধিকাংশ সময়ই শিশুরা মা-বাবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দাদা-দাদিদেরকে এসব শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।

এসব পরিবর্তন আমাদের চেনা সমাজের কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলছে। এসব পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে আমাদেরকে একত্রে কাজ করতে হবে। গণনীতি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পরিবারের প্রয়োজনগুলো পুরণ হয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত মৌলিক সেবাগুলো পরিবারের অবস্থা নির্বিশেষে সকল নাগরিক বিশেষ করে শিশুরা যেন অবশ্যই পায়।

পরিবার কাঠামোয় কিছু পরিবর্তন তরুণী ও নারীদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। এসব পরিবর্তন সরকারগুলোকে সুশীল সমাজের সহযোগিতায় নতুন নীতি উন্নয়নে গতি সঞ্চার করেছে। বিভিন্ন দেশ জাতীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘও চেষ্টা করে যাচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গি আন্তঃসরকার প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত করতে।

এই চলমান পরিবর্তনের মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যা পরিবারকে টিকিয়ে রাখবে এবং একে সমর্থন যোগাবে, একই সাথে একটি ইতিবাচক পারিবারিক জীবন যে সুযোগ সৃষ্টি করে সেগুলোও কাজে লাগাতে হবে। আজ এই আন্তর্জাতিক পরিবার দিবসে আসুন এ মহৎ ব্রতে আমরা নিজেদেরকে পুনর্নিয়োজিত করি।

* ** *